মুহাম্মদ রুহুল কাদের
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

৬ নম্বর উদ্দীপক

অদ্ভুত এক আঁধার এসেছে এ পৃথিবীতে
আজ যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তার
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই - প্রীতি নেই করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া

ক) `মহাজাগতিক কিউরেটর` গল্প অনুসারে কোথায় প্রাণের বিকাশ হয়েছে?
খ) কিউরেটররা মানুষকে নিতে চাইল না কেন?
গ) গ্রহণযোগ্য প্রাণী হিসেবে মানুষকে নির্বাচিত না করার যুক্তিগুলো কীভাবে উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে?
ঘ) উদ্দীপক এবং গল্পে মানুষের কোন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

#নমুনা উত্তর ক ও খ
গ ও ঘ উত্তরের সংকেত

ক) `মহাজাগতিক কিউরেটর` গল্প অনুসারে সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহে প্রাণের বিকাশ হয়েছে।

খ) মানুষের ধ্বংস নীতির কারণেই কিউরেটররা মানুষকে নিতে চায়নি।

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। তারা এ পৃথিবীতে সুন্দর ও স্বাভাবিক করে গড়ে তুলেছে, কিন্তু তারাই আবার নিজেদের অপকর্মের মাধ্যমে পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর সে কারণেই কিউরেটররা মানুষকে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

গ)# বিবেকহীনতার প্রশ্নে,

স্বার্থচিন্তার একচ্ছত্র বিস্তারের কারণে

# মানুষ পরিবেশ ধাবংস করে চলেছে

ঘ) # মানুষের স্বেচ্ছা ধ্বংসের দিক

পৃথিবীতে মানুষ বিভিন্ন প্রজাতি ধ্বংস করে পৃথিবীকে বিরূপ করে তোলার নেশায় মত্ত।

মানবীয় গুণ বিবর্জিত হয়েছে আজ মানুষ, প্রাণিকুল ও পরিবেশ বিপন্ন।

মানুষের নির্বুদ্ধিতাও ধ্বংসাত্মক কাজের জন্যই পৃথিবীতে অন্ধকার নাসার কারণ।

৭ নম্বর উদ্দীপক

দ্রোহময়ী উচ্চারণের দুরন্ত এক কবির নাম -কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা সাহিত্যের বিশালতার পরিসরে এই নামটি দ্রোহের মন্ত্রে উজ্জীবিত, দুঃসাহসিকতার মুগ্ধ পাঠে উদ্দীপিত, মানব মনের বিকাশে, শিশুমন সারল্যের যে নন্দন চর্চা , অভিযাত্রিক সত্তার স্ফুরণে যে অকুতোভয় উচ্চারণ, তা বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের করস্পর্শে হয়ে ওঠে আরো প্রাতিস্বিকতায় প্রোজ্জ্বল।

ক) 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়,'কবিতায় কত হাজার লোকালয়ের উল্লেখ আছে?
খ) যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়`- উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
গ) উদ্দীপকের সাথে " নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়" কবিতার চেতনাগত সাদৃশ্য আলোচনা করো।
ঘ) উদ্দীপকটিতে " নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়" কবিতার মূল বিষয় কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা বুঝিয়ে লেখ।

ক ও খ নমুনা উত্তর দেয়া হল
গ ও ঘ উত্তরের সংকেত দেয়া হল

ক) "নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়" কবিতায় ঊনসত্তর হাজার লোকালয়ের কথা উল্লেখ আছে।

খ) " যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়" বলতে কবি যুগকালের বাংলায় শকুনরূপী দালাল ও শত্রুদের আক্রমণের কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

যুগে যুগে আমাদের এ মাতৃভূমি আক্রান্ত হয়েছে বিদেশি শত্রুদের দ্বারা। শাসনের নামে চালিয়েছে ওরা এ দেশে অত্যাচার ও শোষণ। ১৯৭১ সালে শকুনরূপী দালালের আলখাল্লায় ভরে যায় দেশ এবং এদের আক্রমণে দেশ মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। "যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়" বলতে কবি এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

গ) চেতনাগত সাদৃশ্য রয়েছে

নূরলদীন ঐতিহাসিক চরিত্র আর বাঙালি ও ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের নায়ক কাজী নজরুল ইসলাম। দুজনের সাদৃশ্য রয়েছে

পরাধীনতার শেকল ভেদ করে মুক্তির বোধে উজ্জ্বীবনের যে দ্রোহময়ী স্রোত সে ঐক্য প্রোথিত।

কবিতার মূল বিষয় বহুমাত্রিক অনুভব ক্রমান্বয়ে প্রসারিত, নূরলদীন ইতিহাসে অনন্য প্রতিবাদী চরিত্র তেমনি কাজী নজরুল ইসলাম শতাব্দীর বিদ্রোহের অনন্য প্রতিভূ ।

ঘ) উদ্দীপকে " নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়" কবিতার মূল বিষয় অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়েছে।

১৭৮২ সালে রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধের সাহসী কৃষক নেতরি কথা কবিতায় উচ্চারিত ঠিক উদ্দীপকে ব্রিটিশবিরোধী লেখনী চালিয়ে কাজী নজরুল ইসলাসও ইতিহাসের অন্যতম সেরা দ্রোহী মানব।

#উদ্দীপকে অভিযাত্রিক সত্তার অকুতোভয় উচ্চারণ ঠিক নূরলদীনও মুক্তিবোধে উজ্জ্বীবিত

বাংলাদেশের মানুষ নানা দুর্যোগ- দুর্বিপাকে সাহসী সংগ্রামী নেতা নূরলদীনের কথা ভেবে যেমন উজ্জ্বীবিত ঠিক দ্রোহময়ী উচ্চারণের সপ্রাণ কবি কাজী নজরুল ইসলামও ভীষণ প্রত্যয়ী।

# ৮ নম্বর উদ্দীপক

--------------------

- **জাদুঘর**
- **জাতিসত্তা**
- **প্রাচীন ঐতিহ্য**
- **অতীত ইতিহাস**
- **সংগৃহীত উপাদান**
- **জ্ঞান বিজ্ঞানের উপকরণ**

ক) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়াম কোনটি?
খ) ফরাসি বিপ্লব বলতে কী বোঝায়? বর্ণনা করো।
গ) উদ্দীপকের ছকটি 'জাদুঘরে কেন যাব' প্রবন্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যকে কীভাবে উপস্থাপন করে? আলোচনা করো।
ঘ) `উদ্দীপকের ছকটি ` ,জাদুঘরে কেন যাব` প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরেছে"-- প্রবন্ধের আলোকে তোমার মন্তব্যটির সত্যতা বিচার করো।

ক ও খ নমুনা **উ**ত্তর দে**য়া হলো**
গ ও ঘ এর সংকেত দেয়া হলো

ক) অক্সফো**র্ড** বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামের নাম আ্যাশমোলিয়াম

খ) ইউরোপের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফরাসি জনগণ যে বিপ্লব সূচনা করে তাই ফরাসি বিপ্লব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপ বিশেষভাবে ফরাসি দেশ দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে উদারপন্থী সংস্কারক এবং রক্ষণশীল গোষ্ঠী । মূলত ফরাসি জনগণ সেখানকার কুখ্যাত বাস্তিলদুর্গ ও কারাগার দখল করে নেয় এবং সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেয়। । এর মাধ্যম এই বিপ্লবের সূচনা । এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় ধনিক শ্রেণি আর অত্যাচারিত কৃষকরা ছিল তাদের সহযোগী। বিপ্লবের মূল বাণী ছিল   মুক্তি, সাম্য ভ্রাতৃত্ব ও সম্পত্তির পবিত্র অধিকার । এই বিপ্লবের ফলে সামন্তবাদের উউৎপাটন হয়।

গ ও ঘ তথা প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার উত্তর সাংকেতিকভাবে বোঝানো হল:

গ) উদ্দীপকের ছকটি " জাদুঘরে কেন যাব" প্রবন্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যকে বিবিধ নিদর্শনের মাধ্যমে উপস্থাপন করে।

পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর নিদর্শন সংগ্রহশালায় সজ্জিত ছিল । পরবর্তীতে পৃথিবীর বহুদেশ তাদের নিজেদের ইতিহাস -ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করে।

আলেজান্দ্রিয়ার গ্রেকো রোমান, কায়রো মিউজিয়ামতাদের পুরনো ইতিহাস ধরে রেখেছে। প্রকন্ধে উল্লেখিত এরূপ বিভিন্ন প্রতানতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহশালায় দেখা যায় এভাবে মানব বিকাশের ইতিহাসও জানা যায়। এভাবে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিবিধ দিক জাদুঘরে রক্ষিত নানা নিদর্শনের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়।

ঘ) উদ্দীপকের ছকটি " ঝাদুঘরে কেন যাব" প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যকে পরিপূর্ণরূপে তুলে ধরেছে, যা উদ্দীপক ও প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

জাতীয় জাদুঘর জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে। জাদুঘর পরিদর্শনে আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করে। মনোজগৎকে সমৃদ্ধ করে।

"জাদুঘরে কেন যাব" প্রবন্ধে জাদুঘরে বিভিন্ন সময়ের নিদর্শন বর্তমান।জাদুঘরে গেলে জ্ঞান- বিজ্ঞান ও সংগৃহীত অতীত উপাদানের মাধ্যমে প্রাচীন সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, যা আমাদের জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে।

উদ্দেশ্য সাধনের বিষয়ে প্রবন্ধ ও উদ্দীপক একই বৈশিণ্ট্য ধারণ করে। উদ্দীপকে জাদুঘরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য সমূহ জাতিকে যে শিক্ষা দেয় , প্রবন্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ ওই একই শিক্ষা দেয়। উদ্দীপকের ছকে জাদুঘরের যে বৈশিষ্ট্য তা প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যকে পরিপূর্ণরূপে ধারণ করেছে।

----

৯ নম্বর উদ্দীপক

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান
কণ্টক- মুকুট শোভা

ক) নেকলেস গল্পে কার হারটি নকল ছিল?
খ) "এ এরকম জীবন দশ বছর ধরে চলল`- ব্যাখ্যা করো
গ) উদ্দীপকের সাথে " নেকলেস" গল্পের কোন বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ? তা ব্যাখ্যা করো।
ঘ) দারিদ্র্যের উপলব্ধি থেকেই মানুষ সত্যিকার মানুষে পরিণত হয়` -- উদ্দীপক ও " নেকলেস" গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

ক ও খ নমুনা উত্তর দেয়া হল
গ ও ঘ সাংকেতিক উত্তর

ক) "নেকলেস" গল্পে মাদাম ফোরস্টিয়ারের হারটি নকল ছিল।

খ) দশ বছর ধরে মঁসিয়ে লোইসেল ও মাদাম লোইসেল তাদের আর্থিক দেনা শোধ করার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করে, সেই প্রসঙ্গে " **এ এরকম জীবন দশ বছর ধরে চলল"--** উক্তিটি করা হয়েছে।

বল- নাচের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য মাদাম লোইসেল তার বান্ধবী মাদাম ফোরস্টিয়ার থেকে নেকলেসটি ধার নেয়। কিন্তু সে হার হারিয়ে ফেলে মাদাম লোইসেল তবে আরেকটি নেকলেস কিনে বান্ধবী ফোরস্টিয়ারকে ফেরত দেয়।
এর জন্য তাকে ও তার স্বামীকে অবর্ণনীয় কষ্টে ও চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। ঘরকন্নার কঠিন কাজ , রান্নাঘরের বিরক্তিকর কাজ, বাজার করা -- সবকিছু মাদাম লোইসেলকেই সাসলাতে হয়েছে এবং তার স্বামীও অফিসের কাজের পর বীবসায়ীদের হিসাবের খাতা ঠিক করেন। এভাবে দুজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দশ বছর পর তাদের দেনা শোধ করতে পারে।

সাংকেতিক গ ও ঘ উত্তর
গ) দারিদ্র্য যে মানুষকে অসংকোচ ও ভীতিমুক্ত জীবনযাপনে সহায়তা করে, সেদিক বিবেচনায় উদ্দীপকের সঙ্গে " নেকলেস" গল্পটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

জীবনে দুঃখ, দারিদ্র্য নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে মানুষ বিচিত্র অভিজ্ঞতা লভি করে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে দারিদ্র্যের মহিমা প্রকাশ পেয়েছে। দারিদ্র্য যে মানুষকে অসংকোচ প্রকাশ ও নির্ভীক করে তোলে, উদ্দীপকের সঙ্গে " **নেকলেস" গল্পের** সেই দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ) দারিদ্র্যের উপলব্ধি থেকেই মানুষ সত্যিকারের মানুষে পরিণত হয়" -- মন্তব্যটিউদ্দীপক ও "নেকলেস" গল্পের আলোকে যথার্থ।

দারিদ্র্য মানুষকে কর্মঠ ও পরিশ্রমী করে তোলে। দারিদ্র্যের তিক্ততা মানুষকে নতুন অভিজ্ঞতা দেয়।

উদ্দীপকে কবি মানবজীবনের এক বাস্তবরূপ তুলে ধরেছেন। দরিদ্রতার মধ্যে দিয়েই যে মানুষ জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম তা ফুটিয়ে তোলেছেন।

দারিদ্র্যকে জীবনের অভিশাপ মনে না করে জীবন বিকাশের সহায়ক ভেবেছেন। দারিদ্র্য আপাতদৃষ্টিতে জীবন পথের অন্তরায় মনে হলেও দারিদ্র্যর মধ্য দিয়ে মানুষ সংগ্রামী হয়ে ওঠে এবং আলোচিত জীবনের সন্ধান পায়।

--------===

-

১০ নম্বর উদ্দীপক

এক সাগর রক্তেভেজা কঠিন স্রোতের উপর জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতায় অসংখ্য বিষয় প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে তেমনি মুক্তিযুদ্ধের সময় "কবিতা"ও বড় ভূমিকা পালন করেছিল, বিশেষ করে প্রতিবাদী ও সংগ্রামী চেতনা সঞ্চারের মধ্য দিয়ে বাঙালিকে যুদ্ধে উৎসাহ জুগিয়েছিল।

ক) কোথায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা?
খ) "সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা " বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
গ) উদ্দীপকে " আমি কিংবদন্তির কথা বলছি " কবিতার কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা করো।
ঘ) "কবিতা" বাঙালিকে দিয়েছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা` উদ্দীপক ও " আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি" কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো।

ক ও খ নমুনা উত্তর
গ ও ঘ সাংকেকিত উত্তর

ক) জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা

খ)' 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধারণের মাধ্যমে স্বাধীনতার নিশ্চয়তাকে বোঝানো হয়েছে।

সূর্য হচ্ছে শক্তির উৎস আর হৃৎপিণ্ড হলো শরীরের রক্ত সঞ্চালনের ধমনি বা কাঠামো । সর্ব শক্তি দিয়ে যদি নিজ অন্তরে ধারণ করা না যায় তাহলে মুক্তি অসম্ভব।
ব্যক্তির সঙ্গে সমাজকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে হলে মনের ইচ্ছা শক্তিকে প্রখর করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে তাহলে দেশ ও জাতির মুক্তি অনিবার্য। মূলত সর্বশক্তির আধার হৃদয়ে ধারণ করাই কবির সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা।

গ) উদ্দীপকে "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" কবিতার অন্যায় -অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে কবিতার ভূমিকা বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

কবিতার অনুপ্রেরণায় মানুষ মৃক্তির পথ খোঁজে এবং কবিতা না শোনা মানুষ অন্ধকারে নিভৃতে জীবন অতিবাহিত করে। মানুষের মনে সংগ্রামী চেতনা সঞ্চারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সময় কবিতার ভূমিকা যে অনন্য ছিল তা উল্লেখ করা হয়েছে। আমি কিংবদন্তির কথা বলছি কবিতায়ও শিকড়সন্ধানী মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির দৃপ্ত ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছে।

ঘ) কবিতার রয়েছে অন্যায় ও অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলার শক্তি। কবিতা বাঙালিকে দিয়েছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা। উদ্দীপক ও "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" কবিতার আলোকে মন্তব্যটি সঙ্গতিপূর্ণ।

কবিতা সকল দাসত্ব ও বন্দিত্ব থেকে মুক্তির জন্য আমাদেরকে প্রতিবাদের ভাষা দেয়। অগ্নিশিখার মতো সব অন্যায় -,অত্যাচারের খড়গ জালিয়ে দিতে উৎসাহ জোগায়, কবিতার এ অনিবার্য শক্তির কথা যে জাতি আবিষ্কার করতে পারেনি সে জাতির উন্নতি অসম্ভব ।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই নির্জীব বাঙালি জাতিকে মুক্তির সুন্দর পথ রেখায় জেগে উঠবার জন্য কবিতার ভূমিকা অনেকখানি শক্তিশালী সেটাই উল্লেখ করা হয়েছে। কবিতাকেই কবি সশস্ত্র অস্ত্র ,রক্তজবার মতো প্রতিরোধ এবং সূর্যের মতো শক্তির উৎস মনে করেন।

"আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" কবিতায় কবিতার ভেতরে যে সঞ্জীবনী শক্তি আছে যে প্রতিবাদী উচ্চারণের ভাষ্য আছে সে চেতনার দিকটি উদ্দীপকের মাধ্যমে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। কবিতায় কবি, কবিতার সম্মোহনী শক্তি রুদ্রতেজের দৃপ্ত শপথ এবং অবিনাশী সাহসী ও সংগ্রামী ভূমিকার কথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।

#লেখ_স্বত্ব_রুহু_রুহেল
#বিশ_জুন২০২০
প্রয়োজনে___০১৭১২৬১৮১৬৯